বায়োগ্রাফী

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহ আলম তালুকদার

১৯৫৯ সালের ৫ ই আগস্ট

জন্ম

অধ্যাপক ডাঃ মো: শাহ আলম তালুকদার ১৯৫৯ সালের ৫ ই আগস্ট টাংগাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার পারখী ইউনিয়নের আমজানী গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় পিতা আলহাজ্ব ছব্দর আলী তালুকদার ইন্তেকাল করেন এবং মাতা সবুরা খাতুন ১৯৮১ সালের ২৫ শে নভেম্বর ইন্তেকাল করেন।

শিক্ষাজীবন

নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষার হাতে খড়ি। প্রাথমিক বৃত্তি লাভ, কৃতিত্তের সাথে এস এস সি ও এইচ এস সি এবং ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি বি এস ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে এম এস পেডিয়াট্রিক সার্জারী, ফেলো ডাব্লিউ এইচ ও,পেডিয়াট্রিক রি-কন্সট্রাকাটিভ সার্জারী ডিগ্রী অর্জন এবং স্পেশাল কেয়ার ট্রেনিং ইন পেডিয়াট্রিক্স, মালয়েশিয়া, পেডিয়াট্রিক ল্যাপারস্কপিক সার্জারী, বাংগালোর,ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। তিনি সমকালীন সর্বাধিক সমাদৃত শিশু ও জন্মগত ত্রুটি বিশেষজ্ঞ সার্জন ।

পেশাগত জীবন

পেশাগত জীবনে অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহ আলম তালুকদার ১৯৮৪ সনে সহকারী সার্জন(আই এস টি) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগদানের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও পরিশেষে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু সার্জারী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু সার্জারী বিভাগ থেকে ২০১৯ সালে তিনি অবসরে যান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতির,যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ জার্নালের সহকারী এডিটরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সোসাইটি অফ সার্জন বাংলাদেশের আজীবন সদস্য ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এসোসিয়েশন অফ পেডিয়াট্রিক সার্জারী অফ বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য ও কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য।

পারিবারিক জীবন

স্ত্রী – ফেরদৌসী আক্তার দুই দশক যাবত ডেল্টা ফার্মা লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান।

পুত্র– ব্যারিস্টার সাদরুল আলম তালুকদার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ও বেশকিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের লিগাল এডভাইজার হিসেবে নিয়োজিত।

পুত্র বধু– এডভোকেট ফারজানা রহমান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি।

একমাত্র মেয়ে তানজিলা আলম ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া , আমেরিকা, প্রিমেড (ডাক্তারী কোর্স) পড়া অবস্থায় ২০১৫ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারিতে মেনিনগোএনকেফালাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

নাতনি– সারাহাত আলম ঢাকার একটি বিদেশি স্কুলে চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রী।

সামাজিক কার্যকলাপ

ডা: মো: শাহ আলম তালুকদার বিগত ৩০ বছর যাবত নিজ এলাকায় বিনামূল্যে ও সল্পমুল্যে চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে সামাজিক, রাস্তাঘাট, ,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মানে অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছেন। তিনি বিগত সৈরাচার সরকারের আমলে বিভিন্ন সামাজিক , ধর্মীয় (ইফতার) অনুসঠান আয়োজনের মাধ্যমে বি এন পির নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত রাখতেন। ২০২০-২০২২ সারা বিশ্বব্যাপী তথা দেশে মহামারী করোনায় ডা: শাহ আলম তালুকদারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। করোনাকালীন তিনি নিজেএবং জাতীয়তাবাদী পেশাজীবীদের সঙ্গে করোনা সমন্ধে জনসচেতনতা, লক্ষ্মণ, চিকিৎসা সম্বলিত লিফলেট,মাস্ক ও বিভিন্ন হাসপাতালে পিপি বিতরণ করেন এবং এসব করতে যেয়ে নিজেও ২ বার করোনায় আক্রান্ত হন।

রাজনৈতিক পদচারণ

ডা: মো: শাহ আলম তালুকদার এক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাই মরহুম এডভোকেট আব্দুল করিম তালুকদার, যিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের বর্ষীয়ান নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে কালিহাতী ও ঘাটাইল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন। কিন্তু ১৯৭৭ সালে চাচা এডভোকেট নুরুল আলম তালুকদারের হাত ধরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রেফারেন্ডাম ভোট থেকে শুরু করে ডা: শাহ আলম তালুকদারের রাজনৈতিক পদচারণা শুরু। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের পক্ষে ডা: শাহ আলম সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। ১৯৭৯ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি এন পি মনোনীত প্রার্থী' চাচা এডভোকেট নুরুল আলম তালুকদারের পক্ষে ডা: শাহ আলম তালুকদার জোরালো ভূমিকা রাখেন।

রাজনৈতিক পদচারণ

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে অধ্যায়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সদস্য পদ লাভ করেন।দেশীয় ও বিদেশীয় চক্রের হাতে ১৯৮১ সালের ৩০ শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহাদাৎ বরন করেন। পরবর্তীতে বিচারপতি জনাব আব্দুস সাত্তার এর পক্ষে ডা: শাহ আলম সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। ক্ষমতালিপ্সু এরশাদ সরকার বিচারপতি জনাব আব্দুস সাত্তার এর কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। দেশ ও দলের ক্রান্তিলগ্নে মাদার অফ ডেমোক্রেসি আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলের হাল ধরলে সৈরাচার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেন। ফলশ্রুতিতে ৯০ গণঅভ্যুত্থানে সৈরাচার এরশাদ সরকারের পতন হয়।

রাজনৈতিক পদচারণ

১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাংগাইল -৪ কালিহাতী তে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী চাচা এডভোকেট নুরুল আলম তালুকদার পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব) এর আজীবন সদস্য এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার উপদেষ্টা পদ লাভ করেন। ১৯৯২ সালে চাচা এডভোকেট নুরুল আলম তালুকদারের মৃত্যুর পর জনাব শাজাহান সিরাজ বি এন পি তে যোগ দিলে তার পক্ষে ১৫ ই ফেব্রুয়ারী, জুন, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কালিহাতী টাংগাইলে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করেন।

রাজনৈতিক পদচারণ

১/১১ সরকারের অপশাসন ও ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের সময় ডা: শাহ আলম তালুকদার ও পরিবারের উপর খড়গ নেমে আসে। এ সময় তিনি নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়ান এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। দীর্ঘ ১৭ বছরের আন্দোলনে এবং সর্বপরি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে ডা: শাহ আলমের ও তার পরিবারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাংগাইল-৪ কালিহাতী আসলে বি এন পি মনোনীত প্রার্থী জনাব লুতফর রহমান মতিনের নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। এমনকি ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ আসনটি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী কে ছেড়ে দিলে তার মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলী সাহেব ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করলে তার পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন।বি এন পির জন্ম লগ্ন থেকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে কাজ কাজ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ।

রাজনৈতিক পদচারণ

অধ্যাপক ডা: মো: শাহ আলম তালুকদার ও তার পরিবারের সকলেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পরবর্তীতে দেশমাতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ধারাবাহিকতায় এবং সর্বোপরি তারুণ্যের অহংকার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের বদ্ধপরিকর।

ডা. শাহ আলম তালুকদার সর্বদা দলের আদর্শ জনগণের মাঝে সঠিকভাবে উপস্থাপন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিকে নিজের চিন্তাধারার কেন্দ্রে রেখেছেন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ডা: শাহ আলম তালুকদার ব্যক্তিগত দক্ষতা দিয়ে জীবিকা অর্জন করেন এবং সাধ্যানুযায়ী দলের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করে আসছেন।

৪৬ বছরে জিয়া পরিবারের প্রতি আন্তরিক ও বিএনপির মতাদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রান।